হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্‌সী কলেজের ইতিবৃত্ত।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু দ্বারা

অভিব্যক্ত।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্র

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

শক ১৭৯৭।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র

বিজ্ঞাপন

হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের পুরাবৃত্ত বিষয়ক এই বক্তৃতা প্রথম কলেজ সম্মিলনে অভিব্যক্ত হয়। ঐ সম্মিলন খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৫ সালের ১লা জানুয়ারি দিবসে হইয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তিকা একটি যন্ত্রস্থিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশিত হইল বলিয়া তাহার যেরূপ পত্রাঙ্ক হওয়া উচিত তাহা না হইয়া অন্য প্রকার হইয়াছে। "সে কাল আর একাল" এবং "হিন্দু কলেজের পুরাবৃত্ত" এই দুই পুস্তিকা প্রকাশ করনে আমার প্রধান অভিপ্রায় এই যে, লোকে সে কালের আনুপূর্ব্বিক বিস্তারিত বৃত্তান্ত এবং প্রত্যেক প্রধান নগর, প্রত্যেক প্রধান গ্রাম, প্রত্যেক প্রধান বংশ, প্রত্যেক প্রধান বিদ্যালয়, প্রত্যেক প্রধান কার্য্যালয় ও এতদ্দেশে সঙ্গীত শিল্পাদি বিদ্যানুশীলন প্রভৃতি বিষয়ের পুরাবৃত্ত প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইবে তাহা হইলে বঙ্গভাষার কতদূর সমৃদ্ধি সাধন ও আমাদিগের সম্বাদ ভাণ্ডারের কতদূর বৃদ্ধি হইবে তাহা বলা যায় না। ইতি

কলিকাতা, ১০ মাঘ, ১৭৯৭ শক। শ্রীরাজনারায়ণ বসু

হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত

অদ্য কি আনন্দের দিন! সেই সকল পুরাতন মুখশ্রী পূর্ব্বে যাহা কলেজে দর্শন করিতাম তাহা আজি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিতেছি। আজি বোধ হইতেছে যে আমরা যেন পুনরায় যৌবনান্বিত হইয়াছি। যৌবন সময়ের ভাব সকল আজি আমাদিগের মনে জাগরূক হইতেছে। এই সম্মিলনের উদ্যোগীগণ কর্ত্তৃক হিন্দুকলেজের ইতিবৃত্ত বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমি হিন্দুকলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজকে একই কলেজ মনে করি যেহেতু প্রেসিডেন্সী কলেজ পূর্ব্বকার হিন্দু-কলেজেরই অনুক্রম মাত্র। হিন্দুকলেজের ছাত্র, হিন্দুকলেজের পাঠ্য পুস্তক, হিন্দু-কলেজের শিক্ষক লইয়াই প্রেসিডেন্সী কলেজ হইয়াছে। অতএব ঐ কলেজদ্বয়কে একই কলেজ রূপে গণ্য করা কর্ত্তব্য।

নদীর উৎপত্তি স্থান যেমন পর্ব্বতস্থিত ক্ষুদ্র প্রস্রবণ তেমনি যে জ্ঞানালোক হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার উৎপত্তি স্থান হিন্দুকলেজ, অতএব হিন্দুকলেজ কিরূপে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস অতি ঔৎসুক্যজনক। কিন্তু তদ্‌বৃত্তান্ত বলিতে গেলে তাহার পূর্ব্বের ইংরাজী শিক্ষার অবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতে হয়।

এতদ্দেশীয় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিসনরি রেবরেণ্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটী মিসনরী স্কুল সংস্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় ইংরাজী স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্ব্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়। মে সাহেব গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা সফল হয়। পরে কোন বিশিষ্ট হেতু বশতঃ সেই সাহায্য রহিত হয়। তাহার পরে শরবোরণ সাহেব কলিকাতায় এক স্কুল খুলেন। শরবোরণ সাহেব ফিরিঙ্গি ছিলেন। তিনি এক প্রকার বাঙ্গালি ছিলেন বলিলে হয়। শুনিয়াছি, তিনি প্রতি বৎসর পূজার সময় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটি হইতে এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন হাতে করিয়া লইয়া যাইতেন। পরে আরাটুন পিদ্রস নামে আর একজন সাহেব আর একটী স্কুল সংস্থাপন করেন। ঐ স্কুলে কৃষ্ণমোহন বসু ও রামরামমিশ্র নামে দুই ব্যক্তি ইংরাজি শিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহন বসুর জন্মস্থান দক্ষিণ দেশস্থিত বোড়াল গ্রামে। কৃষ্ণমোহন বসু রাজা রাধাকান্ত দেবের শিক্ষক ছিলেন। তিনি যখন তাঁহাকে পড়াইতে যাইতেন, তখন মতির মালা গলায় ও

জরির জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন। আমার বোধহয়, এই বিষয়ে তিনি বিলাতের প্রসিদ্ধ শিক্ষক ডাক্তার বুষবি সাহেবের দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক দিবস রাজা দ্বিতীয় চার্লস বুষবি সাহেবের স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন! বুষবি সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার রত্নমণ্ডিত টুপিটী আমাকে দিউন। কেন না আমার ছাত্রেরা আমাকেই ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া জানে। আমার অপেক্ষা আর কেহ যে ইংলণ্ডে বড়লোক আছে, ইহা তাহারা জানিলে আমার মানের হানি হইবে।" বোধহয় কৃষ্ণমোহন বসু বুষবি সাহেবের ন্যায় শিক্ষকের কার্য্য অত্যন্ত সম্মানের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, এই জন্য ঐরূপ পোষাগ পরিতেন।

প্রথমে ইংরাজি শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া সেই দুরবস্থা দুর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সর্ব্বপ্রথম হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎসংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মহাত্মা হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতা রসে আপ্লুত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমার একখানি গ্রন্থে এইরূপ লেখা আছে।

"ডেবিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ির ব্যবসায় দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশ স্কটলণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্র দশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এতদ্দেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন ও হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আমি একজন তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ঔষধ হস্তে লইয়া পীড়িত বালকের শয্যার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, তথায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন।"

হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের কিছু দিন পূর্ব্বে হেয়ার সাহেব হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন। হেয়ার স্কুল আমাদিগের বর্ত্তমান সকল বিদ্যালয় অপেক্ষা প্রাচীন। প্রথম হেয়ার স্কুলের নাম স্কুল সোসাইটির স্কুল ছিল। হেয়ার সাহেব এই স্কুল সোসাইটির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই স্কুল সোসাইটি দ্বারা আমাদিগের দেশের অনেক হিতসাধন হয়। তাঁহারা কলিকাতার কালীতলায় একটী বৃহৎ বালিকা বিদ্যালয় ও দুইটী ইংরাজী স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল একটী।

তাঁহারা শহরের বাঙ্গালা পাঠশালার গুরুদিগকে পারিতোষিক দিয়া শিক্ষার উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিতে তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে গুরুদিগকে উল্লিখিত পারিতোষিক বিতরিত হইত। এই সোসাইটির দ্বারা রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষা পোষক "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" গ্রন্থ ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষোপযোগী "নীতিকথা" প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট ভাল প্রণালীতে একটা বৃহৎ ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পরে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি হাইকোর্টের পরলোকগত জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ, তিনি উহা প্রস্তাব করাতে কার্য্যে পরিণত হয়। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রত্যহ প্রত্যূষে ভ্রমণ করিবার সময় সার জন হাউড ঈষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। সার জন হাউড ঈষ্ট সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাবটী অনুমোদন করিলেন। তৎপরে হাউড ঈষ্ট সাহেব ও হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া ১৮১৪ সালের ১৪ই মে দিবসে কলিকাতার প্রধান ব্যক্তিদিগের এক সভা আহ্বান করেন। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সে সভাতেও কোন বিশেষ কার্য্য হয় নাই। সে সময়ে হিন্দুসমাজে বিলক্ষণ দলাদলি চলিতেছিল। রাজা রামমোহন রায় সেই সময়ে ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনিই সেই দলাদলির মূল। তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ হিন্দু সমাজস্থ লোকেরা বলিয়াছিলেন, "রামমোহন রায় ইহাতে থাকিলে আমরা থাকিব না।" ইহাতে মহামান্য রামমোহন রায় স্বীয় মহত্ত্ব গুণে বলিয়াছিলেন, "আমি থাকিলে যদি বিদ্যালয়ের স্থাপন ও উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে, তবে আমি ইহার সংস্রবে থাকিব না।" কিছুদিন এইরূপে আন্দোলন চলিল। পরে ১৮১৭ খৃঃ অব্দের ২০শে জানুয়ারী দিবসে স্কুল খোলা হইল। এই স্কুলই পরে উন্নত হইয়া হিন্দু কলেজে পরিণত হয়। ঐ বিদ্যালয়ের সংস্থাপন কালে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় স্কুলটীকে বটবৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যেমন বটবৃক্ষ সামান্য বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত ও ফলে ফুলে সুশোভিত হয়, তদ্রূপ এই বিদ্যালয়ও হইবে। তাঁহার এই ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে। হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে হেয়ার সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার যত্নে উহা সংস্থাপিত হয়। স্কুলের সাহায্যের নিমিত্ত বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ১০০০০ টাকা ও গোপীমোহন ঠাকুর

১০০০০ টাকা প্রদান করেন। স্কুলের একটী কমিটি ছিল। গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাধাকান্ত দেব, ইঁহারা স্কুলের গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঐ কমিটির একজন সভ্য ছিলেন। প্রথম গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বশাখের বাটীতে (যেখানে এক্ষণে ওরিএণ্টল সেমিনরি আছে সেইখানে) স্কুলটী সংস্থাপিত হয়। তাহার পর ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাটীতে (এক্ষণে যাহা বাবু হরনাথ মল্লিকের বাটী ও যেখানে সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজ কিছুদিন হইয়াছিল) লইয়া যাওয়া হয়। তথা হইতে স্কুল টিরেটী বাজারে স্থানান্তরিত হয়। তৎপরে ১৮২৬ সালে পটোলডাঙ্গায় সংস্কৃত কলেজের অট্টালিকায় আনা হয়। ১৮২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী দিবসে ঐ অট্টালিকার মূল প্রস্তর গবর্ণর জেনেরল আমহার্ষ্ট দ্বারা প্রোথিত হয়। ঐ প্রস্তরের উপরে খোদিত লিপি দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উক্ত মূল প্রস্তর হিন্দু কলেজের নামে প্রোথিত হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ অট্টালিকা প্রধানতঃ নূতন সংস্থাপিত সংস্কৃত কলেজের জন্য নির্ম্মিত হয়। সেই খোদিত লিপির অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল।

In the Reign of
His Most Gracious Majesty George the Fourth
Under the Auspices of
The Right Hon'ble William Pitt Amherst
Governor General of the British Possessions in India
This Foundation Stone of this Edifice
The Hindu College of Calcutta
Was laid by
John Pescal Larkins Esquire
Provincial Grand Master of the Fraternity of Free
Masons in Bengal
Amidst the acclamations
Of all ranks of the Native Population of this city
In the Presence of
A Numerous Assembly of the Fraternity
And of the
President and Members of the Committee of

General Instruction
On the 25th day of February 1824 and the
Area of Masonry 5824
Which may God prosper
Planned by B. Buxton Lieutenant
Bengal Engineers
Constructed by
William Burn and James Mackintosh."

এই অট্টালিকার মধ্যদেশে নূতন সংস্থাপিত সংস্কৃত কলেজ এবং দুই বাহুতে হিন্দু কলেজ সন্নিবেশিত হইল। এই সময়ে শেষোক্ত বিদ্যালয়টি প্রথম ঐ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

এই সময়ে হিন্দু কলেজকে তিন নামে ডাকা হইত, হিন্দু কলেজ, এঙ্‌লো ইণ্ডিয়ান্ কলেজ ও মহাবিদ্যালয়। উহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী পারসি পড়া হইত বলিয়া উহার এক নাম এঙ্‌লো ইণ্ডিয়ান কলেজ ছিল।*

উল্লিখিত মূলপ্রস্তর প্রোথিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সাহেবদিগের মধ্যে এতদ্দেশীয়দিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করার বিধেয়তা বিষয়ে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ইংরাজী শিক্ষার পক্ষ ও কতকগুলি

---

*উক্ত কলেজের ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৭ আগষ্ট তারিখের প্রদত্ত ৯২ নম্বর সার্টিফিকেটে এই সকল ব্যক্তির ইংরাজী স্বাক্ষর দেখা যায়।

	প্রসন্নকুমার ঠাকুর।
	রসময় দত্ত।
	এ ট্রয়র
জে, সি, সি সদর্লণ্ড	রামকমল সেন
বিজিটর	রাধামাধব বাঁড়ুয্যে
আর, হেলিফেকস	দ্বারকানাথ ঠাকুর
হেড মাষ্টার	রাধাকান্ত দেব
ডেবিড হেয়ার	শ্রীকৃষ্ণ সিংহ

উক্ত সার্টিফিকেটে উহার এঙ্‌লো ইণ্ডিয়ান কলেজ এই নাম দেখা যায়। মেজর ট্রয়র সাহেব সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ছিলেন।

বিপক্ষ ছিলেন, কেবল আরবি পারসি ও সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষ ছিলেন। এই দুই দলে ঘোরতর বিবাদ হইয়াছিল। এই বিবাদ, হিন্দু-কলেজ পটলডাঙ্গায় আসিবার পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া এ ঘটনার পর দশ বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। পরে ১৮৩৫ সালের ৭ই মে দিবসীয় গবর্ণমেণ্টের এক অবধারণ দ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করা কর্তব্য। মহামনা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ঐ সময়ে গবর্ণর ছিলেন। রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে উক্ত বিষয়ে গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহর্ষ্ট সাহেবকে ইংরাজী শিক্ষার অনুমোদন করিয়া এক পত্র লিখেন, তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল।

"To His Excellency the Right Honourable Lord Amherst, Governor General in Council.

My Lord,

Humbly reluctant as the natives of India are to obtrude upon the notice of Government the sentiments they entertain on any public measure, there are circumstances when silence would be carrying this respectful feeling to culpable excess. The present rulers of India, coming from a distance of many thousand miles to govern a people whose language, literature, manners, customs and ideas, are almost entirely new and strange to them, cannot easily become so intimately acquainted with their real circumstances as of the natives of the country are themselves. We should therefore be guilty of a gross dereliction of duty to ourselves and afford our rulers just grounds of complaint at our apathy, did we occasions of importance like the present, to supply them with such accurate information as might enable them to devise and adopt measure calculated to be beneficial to the country, and thus second by our local knowledge and experience their declared benevolent intentions for its improvement.

"The establishment of a new Sanscrit School in Calcutta evinces the laudable desire of Government to improve the

natives of India by education,—a blessing for which they must ever be grateful, and every well-wisher of the human race must be desirous that the efforts, made to promote it, should be guided by the most enlightened principles so that the stream of intelligence may flow in the most useful channels.

"When this seminary of learning was proposed, we understood that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of its Indian subjects. We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talents and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, and other useful sciences, which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other part of the world

"While we looked forward with pleasing hope to the dawn of knowledge, thus promised to the rising generation, our hearts were filled with mingled feelings of delight and gratitude, we already offered up thanks to Providence for inspiring the most generous and enlightened nations of the West with the glorious ambition of planting in Asia the arts and sciences of Modern Europe.

"We find that the Government are establishing a Sanscrit School under Hindu Pundits to impart such knowledge as is already current in India. This seminary (similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon) can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society. The pupils will there acquire what was known two thousand years ago

with the addition of vain and empty subtleties since then produced by speculative men such as is already commonly taught in all parts of India.

"The Sanscrit language so difficult that almost a life time is necessary for its acquisition is well-known to have been for ages a lamentable check to the diffusion of knowledge, and the learning concealed under this almost impervious veil, is far from sufficient to reward the labour of acquiring it. But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the portion of valuable information it contains, this might be much more easily accomplished, by other means than the establishment of a new Sanscrit College, for there have deen always and are now numerous professors of Sanscrit in the different parts of the country engaged in teaching this language as well as the other branches of literature which are to be the object of the new seminary. Therefore their more diligent cultivation, if desirable, would be effectually promoted by holding out premiums and granting certain allowances to their most eminent professors, who have already undertaken on their own account to teach them, and would by such rewards be stimulated to still greater exertion.

"From these considerations as, the sum set apart for the instruction of the natives of India was intended by the Government in Enland for the improvement of its Indian subjects, I beg leave to state, with due deference to your Lordship's exalted situation that if the plan now adopted be followed, it will completely defeat the object proposed, since no improvement can be expected from inducing young men to consume a dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of Baikarana or Sanscrit Grammar. For

90368

instance, in learning to discuss such points as the following; khada, signifying to eat, khadati he or she or it eats; query, whether does khadati taken as a whole conveys the meaning he, she or it 'eats' or are separate parts of this meaning conveyed by distinctions of the word. As if in the English language it were asked how much meaning is there in the eat and how much in the *s*? And is the whole meaning of the word conveyed by these two portions of it distinctly or by them taken jointly?

"Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta; in what manner is the soul absorbed in the Deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother, &c. have no actual entity they consequently deserve no real affection, and therefore sooner we escape from them and leave the world the better. Again no essential benefit can be derived by the student of the Mimansa from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless by pronouncing certain passages of the Vedanta and what is the real nature and operative influence of passages of the Vedas, &c.

"The student of the Naya Shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned from it into how many ideal classes the objects in the universe are divided and what speculative relation, the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear, etc.

"In order to enable your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as above characterized,

I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote.

"If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge the Baconian philosophy would not have been allowed to the system of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanscrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British legislative. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books instruments and other apparatus.

"In representing this subject to your Lordship I conceive myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen and also to that enlightened sovereign and legislature which have extended their benevolent care to this distant land actuated by a desire to improve the inhabitants, and therefore humbly trust you will excuse the liberty I have taken in thus expressing my sentiments to your Lordship.

I have the honour &c.

Ram Mohan Roy."

রামমোহন রায় এই আবেদন পত্র অমায়িক-স্বভাব ভারতহিতৈষী বিখ্যাত লর্ড বিশপ হিবর সাহেব দ্বারা গবর্ণর জেনারেলের নিকট অর্পণ করেন। হিবর সাহেব এই পত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "This paper for its good English,

good sense and forcible arguments, is a real curiosity, as coming from an Asiatic"। এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।

হিন্দু কলেজের নিমিত্ত প্রথমে ১১৩১৭৯ টাকা সংগৃহীত হয়। সেই টাকা জোসেফ বেরেটো কোম্পানী নামক এক পোর্টুগীজ সওদাগরের হাউসে রাখা হয়। তাহার উপস্বত্ব হইতে টাকা লইয়া হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষেরা কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত সওদাগর দেউলিয়া হওয়াতে ২৩০০০ টাকা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই সময়ে কলেজ কমিটী অর্থানুকূল্য জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেণ্ট অর্থানুকূল্য প্রদানে সম্মত হয়েন। হিন্দুকলেজ কমিটী ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষ জেনারেল কমিটী অব পবলিক ইন্‌ষ্ট্রক্‌শন অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা কমিটী, এই দুয়ের মধ্যে এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, যখন অর্থানুকূল্য করা হইতেছে, তখন সেই অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হয়, তাহা দেখিবার জন্য শেষোক্ত কমিটীর যিনি সম্পাদক হইবেন, তিনি হিন্দুকলেজেরও বিজিটর অর্থাৎ পরিদর্শক পদে নিযুক্ত হইবেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও সাধারণ শিক্ষা কমিটীর সম্পাদক বিখ্যাত উইলসন সাহেব প্রথম ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন। উইলসন সাহেব মনে করিতেন যে, হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা বাবু শ্রেণীর লোক ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা পণ্ডিতশ্রেণীর লোক। এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর স্বভাবতঃ বিদ্বেষ-ভাব থাকা নিবন্ধন সর্ব্বদা বিবাদের আশঙ্কা করিয়া তিনি প্রত্যেক কলেজের চতুর্দ্দিকে শক্ত করিয়া রেল দিয়াছিলেন। উইলসন সাহেবের পর সাধারণ শিক্ষা কমিটীর পর পর সম্পাদক সদর্লণ্ড সাহেব, ওয়াইজ সাহেব প্রভৃতি হিন্দুকলেজের বিজিটর হইয়াছিলেন। জেনারেল কমিটী অব পবলিক্ ইনষ্ট্রক্‌শন্ অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা কমিটী কোন্সিল অব এডুকেশন অর্থাৎ শিক্ষা সমাজে পরিণত হইলে পর ১৮৪১ সালে যখন সর এডওয়ার্ড রায়েন শিক্ষা সমাজের সভাপতি ছিলেন, তখন তিনি যেরূপ অর্থানুকূল্য করা হইতেছে সেরূপ তত্ত্বাবধান হইতেছে না, ইহা বিবেচনা করিয়া কমিটির সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিলেন যে, কলেজ কমিটীর সকল সভ্য শিক্ষা সমাজের সভ্য হইবেন এবং শিক্ষা সমাজের সকল সভ্য কলেজ কমিটীর সভ্য হইবেন। কিন্তু যখন কলেজ কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন শিক্ষা সমাজের দুইজন সভ্য এবং তাহার সভাপতি এবং সম্পাদক উপস্থিত থাকিবেন এবং যখন শিক্ষা সমাজের অধিবেশন হইবে তখন কলেজ কমিটির দুইজন সভ্য মাত্র উপস্থিত থাকিবেন। শুদ্ধ এই বন্দোবস্ত হইল তাহা নহে, কলেজ কমিটীর

নাম লুপ্ত হইয়া তদবধি তাহা Section of the Council of Education for the Management of Hindu College অর্থাৎ হিন্দুকলেজের তত্ত্বাবধানার্থ শিক্ষা সমাজের বিভাগ, এই নামে আখ্যাত হইল। তৎপরে ১৮৫৩ সালে হিন্দু-কলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খৃষ্টীয়ান হইয়া যাওয়াতে কলেজকমিটীর এতদ্দেশীয় সভ্যেরা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার এবং ইংরাজ সভ্যেরা তাঁহাকে রাখিবার অভিপ্রায় করাতে তাহাদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ নিবন্ধন, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলেজ কমিটী হইতে অবসৃত হয়েন। এই সময় রাজা রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, আশুতোষ দেব, রসময় দত্ত প্রভৃতি কলেজ কমিটীর মেম্বর ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেবল রসময় দত্ত সাহেবদিগের পক্ষে ছিলেন। এইরূপ বিবাদ হওয়াতে গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডেলহাউসি এই প্রস্তাব করেন যে যদ্যপি কলেজকমিটীর এতদ্দেশীয় সভ্যেরা কলেজ নিজে চালাইতে সমর্থ হয়েন তাহা হইলে তাঁহারা চালাউন, যদি না সমর্থ হয়েন, তবে তিনি সাম্প্রদায়িক (Sectarian) কলেজ উঠাইয়া দিয়া একটী অসাম্প্রদায়িক কলেজ স্থাপন করিতে অভিলাষ করেন। হিন্দু কলেজে বর্ণমালা শিক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকাতে লর্ড ডালহৌসী উহাকে Dame's School অর্থাৎ বুড়ির পাঠশালা বলিয়া ডাকিতেন। লর্ড ডালহৌসীর উক্ত প্রস্তাব বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের সূত্রপাত বলিতে হইবে। ১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজের প্রথম দুই শ্রেণী লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে। যখন হিন্দু কলেজের দুই শ্রেণী লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে তখন প্রেসিডেন্সী কলেজকে উহার অনুক্রম বলিতে হইবে। বাহু যেমন হস্তের অনুক্রম, উরু যেমন পদের অনুক্রম, প্রেসিডেন্সী কলেজ সেইরূপ হিন্দু কলেজের অনুক্রম। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু কলেজের সহিত সম্বন্ধবিহীন কলেজ বলিয়া মনে করা অন্যায়। লর্ড ডেলহাউসী কলেজ কমিটীর প্রতি অন্যায় করা হইল বিবেচনা করিয়া কমিটীর সভ্যদিগের সন্তোষার্থ হিন্দু স্কুল সংস্থাপন করেন। ইহাতে কেবল হিন্দুদিগের সন্তান পড়িয়া থাকে। আমার "সেকাল আর একাল" গ্রন্থে গবর্ণমেণ্ট যে বিশেষ ইংরাজী কৌশল নিয়োগ দ্বারা কলেজের অধ্যক্ষতা এতদ্দেশীয় লোকদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লয়েন, উল্লেখ আছে, সেই বিশেষ ইংরাজী কৌশল উপরে বর্ণিত হইল।

এক্ষণে আমি হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষকদিগের বৃত্তান্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১৮১৭ সাল হইতে ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত ডেন্‌সেলেম সাহেব হিন্দু কলেজের হেড মাষ্টর ছিলেন। তাঁহার সময়ে টাইটলর, রস, থিওডর ডিকেন্স এবং জন পিটার গ্রাণ্ট ইঁহারা অন্যতর শিক্ষক ছিলেন। টাইটলার সাহেব সাহিত্য ও গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একজন বিলক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্য ও গণিত ও চিকিৎসা বিদ্যা উত্তমরূপে জানিতেন। এতদ্ব্যতীত পারসী ও আরবীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও সংস্কৃত অল্প অল্প জানিতেন। তিনি একটি কেন্দ্র ছিলেন। ইংরাজী "eccentric" শব্দ আমি "কেন্দ্রবর্জ্জিনী ভাব বিশিষ্ট" এই বাক্য দ্বারা অনুবাদ করিয়া থাকি। মনুষ্য সংক্ষেপ প্রিয়, অতএব ঐ বাক্যের সংকোচ করিয়া লইয়া কেন্দ্রবর্জ্জন ভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শুদ্ধ "কেন্দ্র" বলিয়া ডাকিয়া থাকি। টাইটলার সাহেব একটী "কেন্দ্র" ছিলেন। তিনি এক দিবস তাঁহার বালক পুত্রের ছাগলের গাড়ি চড়িয়া কেল্লার মাঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাহেবেরা দেখিয়া অবাক। যে দিবস তাঁহার ছাত্রেরা ম্যাথেমেটিক্স শেখা ফাঁকি দিবার ইচ্ছা করিত, সে দিবস তাহাদিগের মধ্যে একজন একটি সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিত। হয়ত তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিত "নলিনীদলগতজলবৎ তরলং", তিনি বাঙ্গালায় বলিতেন "কি বলিলে আবার বল, কি অর্থ ইহার"। এইরূপে ঐ শ্লোকের অর্থের বিচার করিতে করিতে সময় কাটিয়া যাইত, ম্যাথেমেটিক্স পড়া হইত না। একদিন তাঁহার ছাত্রেরা পাঠ্য পুস্তকে "crawl" শব্দ পাইয়াছিল। তাহারা দুষ্টামি করিয়া বলিল যে আমরা ঐ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি না। তিনি তাহার অর্থ নানা প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তবু তাহারা কিছুই বুঝে নাই, এইরূপ ভাণ করিল। পরিশেষে তিনি কি করেন নিজে ভূমিতে "crawl" করিয়া দেখাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, টাইটলার সাহেব চিকিৎসা বিদ্যা উত্তমরূপে জানিতেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সংস্থাপিত তদানীন্তন চিকিৎসা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই চিকিৎসা বিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী ভাষাতে শিক্ষা প্রদত্ত হইত এবং ছাগল ও অন্যান্য পশু কাটিয়া শারীরবিদ্যা শিখান হইত। যখন মেডিক্যাল কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব হয় তখন টাইটলর সাহেব তাহার বিস্তর আপত্তি করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ডফ সাহেব তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজ সংস্থাপনের পক্ষ ছিলেন। রস্ সাহেব কেমিষ্ট্রি বিষয়ে লেকচার দিতেন, তিনি ঐ বিদ্যা ভাল জানিতেন না। তিনি কেবল সোডা পদার্থের গুণ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। উহার গুণই তিনি সর্ব্বদা ব্যাখ্যা করিতেন, এই জন্য ছাত্র

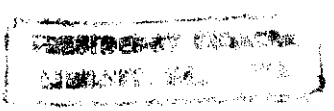

দিগের মধ্যে তাঁহার নাম "সোডা" হইয়াছিল। তাঁহার ছাত্র শ্রীযুক্ত রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "Soda and his pupils" এই শিরস্ক দিয়া এক পত্র তাঁহার বিপক্ষে সম্বাদপত্রে লিখিয়াছিলেন। বিখ্যাত বেরিষ্টর থিওডোর ডিকেন্স ও তাঁহার পর জন পিটর গ্রাণ্ট আইন বিষয়ে লেকচর দিতেন। এই জন পিটার গ্রাণ্ট পরে সুপ্রীম কোর্টের জজ হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবের পিতা।

এই সময়ে ডিরোজিও সাহেব কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি বালকদিগের মন বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি স্কুলের সময়ের পূর্ব্বে ও পরে বালকদিগের সহিত কথোপকথনচ্ছলে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি তাহাদিগকে Mental Philosophy অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব, ইংরাজী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশের প্রভাবে ছাত্রগণের মনে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থার উদয় হইয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপবীত পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইষ্টমন্ত্র জপ করিবার সময় তাহা জপ না করিয়া পোপ নামক ইংরাজী কবি দ্বারা অনুবাদিত হোমর প্রণীত ইলিয়ড কাব্যের পদ সকল মনে মনে পাঠ করিতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কলেজের অধ্যক্ষেরা ভীত হইয়া উঠিলেন। ডিরোজিওর সম্বন্ধে আমার প্রণীত একখানি পুস্তকে যাহা লিখিয়াছি, তাহা এক্ষণে পাঠ করিতেছি—

"ডিরোজিও সাহেব একজন ফিরিঙ্গী ছিলেন। তিনি কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা তাঁহাকেই অধিক চিনিত, প্রধান শিক্ষককে তত চিনিত না। তিনি প্রগাঢ় বিদ্যা ও অকৃত্রিম স্নেহ দ্বারা ছাত্রদিগকে এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাহারা ছাড়িতে চাহিত না। তিনি অতি প্রিয়ম্বদ ও সুকবি ছিলেন। হিন্দু কলেজের ভিতর একবার একটি তামাসা হইতেছিল। একটি বালক তাঁহার সম্মুখে তাঁহাকে আড়াল করিয়া তামাসা দেখিতেছিল। তিনি বলিলেন, "My boy you are not transparent" "প্রিয় বালক! তুমি স্বচ্ছ পদার্থ নহ।" তাঁহার এই দেশে জন্ম ছিল। কিন্তু অন্যান্য ফিরিঙ্গী যেমন বলে, "মোদের বিলাত", তিনি সেরূপ বলিতেন না। এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন। তাঁহার একটি কবিতাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে কবিতাটি তাঁহার রচিত ভারতবর্ষের একটি পুরাতন-আখ্যানমূলক কাব্যের মুখবন্ধ।

"My country ! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast,
Where is that glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last
And grovelling in the lowly dust art thou :
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee,
Save the sad story of thy misery !
Well let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country ! One kind wish for thee."

স্বদেশ আমার ! কিংবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার ; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দপদ ! মহিমা কোথায় !
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন !
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যায় না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি ;
তব শুভধ্যায় লোকে অভাগা জননি !'*

* এই অনুবাদ জন্য আমি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট ঋণী আছি।

দুঃখের বিষয় এই যে একজন ফিরিঙ্গী ভারতবর্ষকে এমন প্রেমের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু এক্ষণকার কোন কোন হিন্দু সন্তানকে সেরূপ করিতে দেখা যায় না। ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগ, তাঁহার সদাশয়তা, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ও জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার কতকগুলি ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহার সহবাসে থাকিতে ভালবাসিত। তিনি কলেজে ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তজ্জন্য কলেজের অধ্যক্ষেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হওয়াতে তিনি রাত্রিতে আপনার ইটালিস্থ বাসায় উপদেশ দিবার নিয়ম করিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে এমনি ভালবাসিত যে, অন্ধকার রাত্রি ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাগবাজার হইতে ইটালী যাইতে সঙ্কোচ করিত না। ডিরোজিওর শিষ্যেরা তাঁহার নিকট হইতে যে পাশ্চাত্য আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগের মস্তক ঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছিল। তাহারা হিন্দু সমাজের নিয়ম সকল অবহেলা করিতে লাগিল। ডিরোজিওর শিষ্যগণের আচরণ হেতু তাঁহার অত্যন্ত নিন্দা হইতে লাগিল, এজন্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। হিন্দুকলেজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার কিছুদিন পরে ডিরোজিও সাহেবের মৃত্যু হয়। যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর মাত্র ছিল।"

ডিরোজিও সাহেবের উপরে কলেজের অধ্যক্ষদিগের দ্বারা তিনটি অপবাদ আরোপিত হয়। সে তিনটি অপবাদ এই—ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, পিতামাতার প্রতি অবহেলা করিতে শিক্ষা দেওয়া ও ভ্রাতা ভগিনীর পরস্পর বিবাহ অনুমোদন করা। কিন্তু তিনি এ তিনটী অপবাদই অস্বীকার করেন। কলেজের বিজিটর উইলসন সাহেব তাঁহাকে পত্র লেখেন যে, আপনি যদি এ সকল অপবাদ অমূলক বলিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে কলেজের অধ্যক্ষদিগকে এ বিষয়ে আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক জানাইব। তাহাতে তিনি প্রথম অপবাদ সম্বন্ধে এই উত্তর দিয়াছিলেন ;—

"Entrusted as I was for sometime with the education of youth, peculiarly circumstanced, was it for me to have made them part as ignorant dogmatists by permitting them to know what would be said upon only one side of grave questions? Setting aside the narrowness of mind which such a course might have evinced it would have been injurious to the

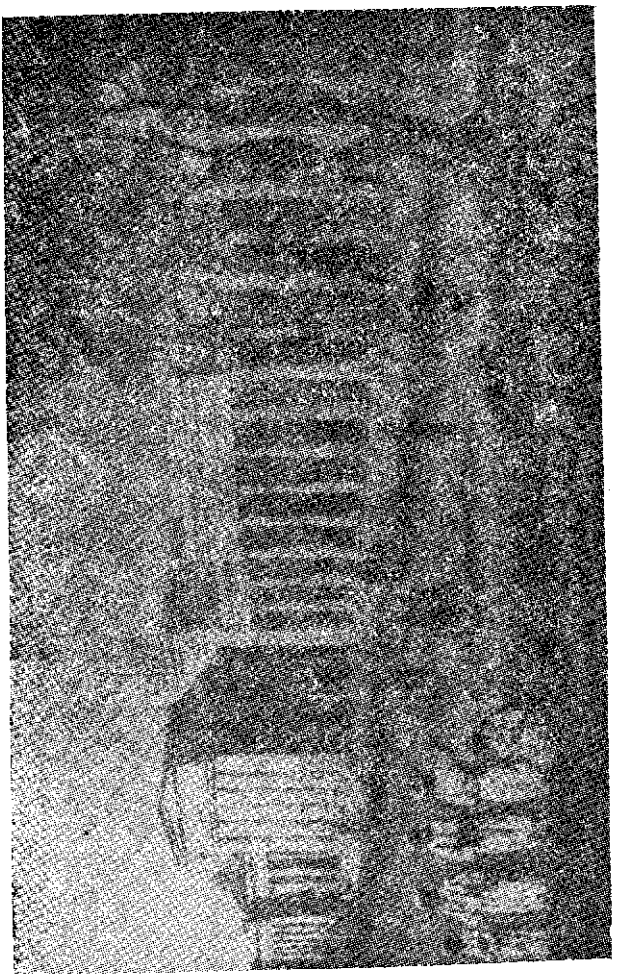

হিন্দু কলেজ ভবন
(১৮২৬)

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)

ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন (১৮০১-১৮৬৫)

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)

mental energies and acquirements of the young men themselves. And (whatever may be said to the contrary) I can vindicate my procedure by quoting no less orthodox an authority than Lord Bacon. "If a man", says this philosopher (and no one ever had a better right to pronounce an opinion upon such matters than he), "will begin with certainties, he shall end in doubts." This I need scarcely observe is always the case with contented ignorance, when it is roused too late to thought. One doubt suggests another and universal scepticism is the consequence. I therefore thought it my duty to acquaint several of the college students with the substance of Hume's celebrated dialogue between Cleanthes and Philo in which the most subtle and refined arguments against theism are adduced. But I have also furnished them with Dr. Reid's and Dugald Stewart's more acute replies to Hume—replies which to this day continue unrefuted. This is the head and front of my offending. If the religious opinions of the students have become unhinged in consequence of the course I have pursued, the fault is not mine. To produce conviction was not within my power and if I am to be condemned for the atheism of some, let me receive credit for the theism of others. Believe me, my dear sir, I am too thoroughly imbued with a deep sense of human ignorance and of the perpetual vicissitudes of opinions to speak with confidence even of the most unimportant matters. Doubt and uncertainties besiege us too closely to admit the boldness of dogmatism to enter an enquiring mind, and far be it from me to say that *"this is"* and *"that is not"* when, after most extensive acquaintance with the researches of scinnce and after the most daring flights of genious, we must confess with sorrow and disappointment

that humility becomes the highest wisdom, for the highest wisdom assures man of his ignorance."

দ্বিতীয় অপবাদ সম্বন্ধে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "আমি এরূপ শিক্ষা কখনই দিই না। আমি নিজে আমার পিতা মাতার অত্যন্ত বাধ্য। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতার সহিত বিবাদ করিয়া ভিন্ন বাটীতে থাকিবার বিষয়ে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। পরে দেখি যে তিনি আমার বাসার নিকট একটা বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন। ইহাতে আমি তাঁহাকে ধমকাইয়া বলিলাম যে, এ বিষয়ে তুমি কেন আমাকে জিজ্ঞাসা কর নাই।" তৃতীয় অপবাদ সম্বন্ধে ডিরোজিও সাহেব এই কথা বলিয়াছিলেন যে "I never taught such absurdity।" "এইরূপ অসঙ্গত ভ্রম কখনই শিখাই নাই।" তিনি তাঁহার পত্র এই বলিয়া সমাপ্ত করিয়াছিলেন, "যাহা হউক আমি এই সকল অপবাদের জন্য বড় দুঃখিত আছি। আমি জানিতে পারিয়াছি যে বৃন্দাবন ঘোষাল নামক এক ব্রাহ্মণ, যাহার কর্ম্ম কেবল বাবুদিগের নিকট গল্প করিয়া বেড়ানো, সেই এই সকল মিথ্যা অপবাদ আমার নামে রটনা করিয়াছে।" ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনা জন্য আমরা হেয়ার সাহেবের নিকট ও তাঁহার নীচেই ডিরোজিও সাহেবের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামতনু লাহিড়ী প্রধান। তাঁহার ছাত্রেরা যে তাঁহার কত প্রিয়পাত্র ছিল ও তিনি তাঁহাদিগের কত আশা করিতেন ও তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার কত যত্ন ছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত চতুর্দ্দশপদী কবিতাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

"To the Students of the Hindu College.

"Expanding like the petals of young flowers,
I watch the gentle opening of your minds
And sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers, that stretch
(Like young birds in soft summer hour)
Their wings to try their strength O how the winds
Of circumstance, and freshening April showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds

Of new perceptions shed their influence,
And how you worship Truth's Omnipotence !
What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity
Weaving the chaplets you are yet to gain
And then I feel I have not lived in vain."

ডিরোজিওর আশা সফল হইয়াছে। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই যশস্বী হইয়াছেন।

ডিরোজিও সাহেবের পরে স্পীড সাহেব হিন্দু-কলেজের হেড মাষ্টর হয়েন। তিনি অতি কঠোরস্বভাব ছিলেন, তিনি লাষ্ট ক্লাশ হইতে বেত মারিতে আরম্ভ করিয়া ফাষ্ট ক্লাশে আসিয়া নিরস্ত হইতেন। ইনি "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনর" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন ও এতদ্দেশে এরারুটের চাষ প্রথম আরম্ভ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব কলেজের প্রফেসর পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রিন্সিপল হয়েন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত গমন করেন। তিনি সদ্বিদ্যাশালী সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্রদিগকে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত যত্ন ছিল। তিনি অতি সুন্দররূপে সেক্সপিয়র বুঝাইয়া দিতে পারিতেন ও অতি মনোহররূপে সেক্সপিয়র আবৃত্তি করিতেন। মেকলে সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যে "I can forget everything of India, but I can never forget your reading of Shakespeare." "বিলাতে যাইলে আমি ভারতবর্ষের সমস্ত বিষয় ভুলিতে পারি, কিন্তু তুমি যেমন করিয়া সেক্সপিয়র পাঠ কর, তাহা কখন ভুলিতে পারিব না।" রিচার্ডসন সাহেবের নাম উচ্চারণ করিলে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির হৃদয় কৃতজ্ঞতা রসে আপ্লুত হয়। ছাত্রদিগকে ইংরাজী সাহিত্যের মর্মজ্ঞ করিতে ও তাহাদিগের মনে তদ্বিষয়ে সুরুচি উৎপাদন করিতে তিনি যেমন পারগ ছিলেন, এমন অল্প লোক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বালকদিগের সহিত কাপ্তেন সাহেবের বিলক্ষণ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল, এমন কি পরিহাস পর্য্যন্ত চলিত। কোন ছাত্র "Amiss" এ শব্দকে "য়্যামিস না বলিয়া এমিস বলিয়া উচ্চারণ করিলে তিনি তাহাকে বলিতেন, "you are a miss"। সে বালক লজ্জায় আর এরূপ অশুদ্ধ উচ্চারণ করিত না।

এই সময়ে হ্যালফোর্ড সাহেব নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি শব্দশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কথোপকথনের সময়ে বড় বড় কথা ব্যবহার

করিতেন। তাঁহাকে এক দিবস কোন স্কুলের অধ্যক্ষ পারিতোষিক বিতরণের সভায় সভাপতির কার্য্য করিতে অনুরোধ করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "I am a vegetable being averse to locomotion." "আমি কোথাও যাই না। আমি চলৎশক্তি রহিত একটি উদ্ভিদ।"

ঐ সময়ে ক্লিণ্ট সাহেব নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি গণিত ও সাহিত্য উভয় শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি রিচার্ডসনের খ্যাতিতে অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট রিচার্ডসন সাহেবের সুখ্যাতি করিলে তিনি বলিতেন যে, "A ship in India is but a boat in England" "ভারতবর্ষের জাহাজ বিলাতের নৌকা মাত্র।" তিনি "boat" শব্দকে "bout" এইরূপ উচ্চারণ করিতেন। ১৮৪৩ অব্দে রিচার্ডসন সাহেব বিলাতে যান। ১৮৪৩ হইতে ১৮৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত কর সাহেব প্রিন্সিপল পদে নিযুক্ত ছিলেন। আপাততঃ তাঁহাকে অতি কঠোর স্বভাব বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি সেরূপ ছিলেন না। তাঁহার হৃদয় স্নেহার্দ্র ছিল। তিনি বিলাতে গিয়া "Domestic Economy of the Hindus" এবং "Glimpses of Ind." নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন সাহেব পুনরায় বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন ও কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোফেশর পদে নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে তিনি হুগলী কলেজের প্রিন্সিপল হয়েন। তৎপরে ১৮৪৮ অব্দের নভেম্বর মাসে পুনরায় হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপল হয়েন। কৌন্সিলের মেম্বর মহাত্মা বীটন সাহেব তখন শিক্ষা সমাজের সভাপতি ছিলেন। বীটন সাহেব কলেজের অধ্যক্ষদিগকে এই অনুরোধ করেন যে কাপ্তেন সাহেবের চরিত্র মন্দ, অতএব তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা উচিত। পরে ১৮৪৯ অব্দে নভেম্বর মাসে তিনি কর্ম্মচ্যুত হয়েন। ১৮৪৯ অব্দ হইতে ১৮৫৪ পর্য্যন্ত লজ সাহেব প্রিন্সিপলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হইলে সট্‌ক্লিফ সাহেব তাহার প্রিন্সিপল হয়েন। তিনি অতি সুখ্যাতির সহিত এযাবৎ কাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মধ্যে ১৮৫৯ ও '৬০ অব্দে সটক্লিফ সাহেব ছুটি লইলে ক্লিণ্ট সাহেব কয়েক দিবস প্রিন্সিপলের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় মেজর রিচার্ডসন সাহেব (কাপ্তেন রিচার্ডসন বিলাতে অবস্থিতি কালে "মেজর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।) পুনরায় ভারতবর্ষে আসিয়া কিছুদিনের জন্য ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্য্য করেন। অধুনাতন কালের শিক্ষকদিগের মধ্যে কাউএল সাহেব, ক্রফ্‌ট্ সাহেব, টনি সাহেব ও বাবু প্যারীচরণ সরকার বিশেষ প্রসিদ্ধ।

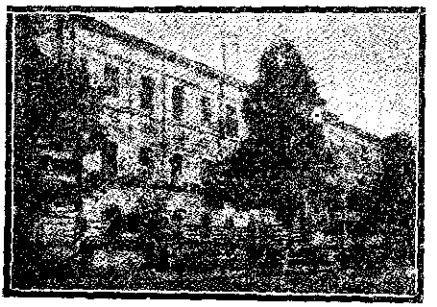

প্রেসিডেন্সী কলেজ ভবন (১৮৬০)

এক্ষণে হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের যে যে ছাত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম। পরলোকগত কাশীপ্রসাদ ঘোষ—ইনি একজন ইংরাজী কবি ও সুলেখক ছিলেন। ইনি ইংরাজী পদ্যে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সে খানির নাম "Shair and other poems"। "শায়ের" পারশি শব্দ। উহার অর্থ কবি। এই কাব্যে একটী কবির অলৌকিক জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। কাপ্তেন সাহেব তাঁহার সঙ্কলিত ইংরাজী কবিতার সার সংগ্রহে কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত একটী কবিতা তুলিয়াছেন। তাহার শিরস্ক "Gold River"। তিনি বাঙ্গালী দ্বারা রীতিমত সম্পাদিত ইংরাজী সংবাদপত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত ইংরাজী সংবাদপত্রের নাম "Hindu Intelligencer" ছিল। তাহা সিপাইদিগের বিদ্রোহের সময় রহিত হয়।

পরলোকগত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী--ইনি বিখ্যাত সদ্বক্তা জর্জ টমশনকে বিশেষরূপে সাহায্য করেন। বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ও ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে একটী সভা স্থাপন করেন। তৎকালে ইংরাজী সংবাদপত্র সম্পাদকগণ বিদ্রূপ করিয়া উক্ত সভাকে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর নামে "Chuckerbutty Faction" বলিয়া ডাকিত। এই সভা ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সংস্থাপিত "Landholders Society" এই দুই সভা উঠিয়া গেলে বর্ত্তমান "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" সংস্থাপিত হয়। উহা সংস্থাপিত হইলে প্রথমোক্ত দুই সভার অধিকাংশ সভ্যগণ ইহার সভ্য হয়েন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী রামমোহন রায়ের একজন প্রধান সহচর ছিলেন।

বাবু চন্দ্রশেখর দেব—ইনি একজন বিলক্ষণ কৃতবিদ্য ব্যক্তি। ইনি প্রথম ডেপুটী কালেক্টর ও তৎপরে বর্দ্ধমানের মহারাজার রাজকার্য্যনির্ব্বাহক সভার মেম্বর হইয়াছিলেন। ইনি রামমোহন রায়ের নিকট ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপনের প্রথম প্রস্তাব করেন। ইনি অদ্যাপি জীবিত আছেন।

রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি অতি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী লেখক ও অতি সুবিজ্ঞ ব্যক্তি।

পরলোকগত রামগোপাল ঘোষ—ইহার বাগ্মিত্বশক্তি অতি প্রসিদ্ধ। বিলাতের "সন্" নামক একখানি কাগজ ইহাকে "ইণ্ডিয়ান ডিমস্থিনিস্" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিল।

পরলোকগত রসিককৃষ্ণ মল্লিক—ইনিও সেকালের একজন প্রধান সদ্বক্তা ছিলেন।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—ইহাকে অযোধ্যার সৌভাগ্যের পুনর্জন্মদাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অযোধ্যার বর্ত্তমান শ্রী সৌভাগ্যের মূল তিনি। একজন বাঙ্গালী অযোধ্যার পল্লীগ্রামে বাস করিয়া তথাকার শূরত্ব-মদ-মত্ত বীরপুরুষ ক্ষত্রিয়দিগকে যদৃচ্ছারূপে চালাইয়া অযোধ্যার উন্নতি সাধন করিয়াছেন, ইহা আমাদিগের দেশের পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

বাবু রামতনু লাহিড়ী—ইনি একজন অতি সরল ও সত্যনিষ্ঠ লোক। "An honest man is the noblest work of God" ইনি এই বাক্যের জাজ্বল্যমান উদাহরণ স্বরূপ। বিখ্যাত নাটককার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার প্রণীত "সুরধুনী" কাব্যে বলিয়াছেন যে, ইহার সংসর্গে একদিন থাকিলে দশদিন ধার্ম্মিক থাকা যায়।

পরলোকগত রাধানাথ শিকদার—ইনি গণিতবিদ্যা অতি-উত্তমরূপে জানিতেন। ইনি অতি বলশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন না। এ নিমিত্ত দুষ্টস্বভাব ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার বনিত না। সর্ব্বদা তাহাদিগের সহিত তাঁহার মুষ্টিযুদ্ধ হইত। ইনি বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের সহায়তায় "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশ করিয়া পণ্ডিতী ভাষার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত সহজ ভাষায় রচনা করিবার দৃষ্টান্ত প্রথম প্রদর্শন করেন।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র—ইনি বাঙ্গালা ভাষার হাস্যকর উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি এ প্রকার উপন্যাস প্রণয়নে ফিলডিংএর ন্যায় ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ফিলডিংএর অশ্লীলতা ইহার রচিত গ্রন্থে নাই। তাহা নীতিগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ।

অনরেবল দিগম্বর মিত্র—ইনি আমাদের দেশের একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইনি আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মসংস্কারকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইনি অতি ধার্ম্মিক ব্যক্তি ও সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন।

পরলোকগত রমাপ্রসাদ রায়—ইনি রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ও একজন বিখ্যাত উকীল ছিলেন ও এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে প্রথম নিযুক্ত হয়েন। ইনি মৃত্যুকালে ঐ কর্ম্মের নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এক্ষণে উচ্চতর বিচারালয়ের সম্মুখে যাইতেছি। এ পত্রে আমার কি হইবে?"

পরলোকগত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি অতি প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন।

পরলোকগত কিশোরীচাঁদ মিত্র—ইনি ইংরাজীতে সুলেখক ছিলেন।

পরলোকগত মাইকেল মধুসূদন দত্ত—ইতি বিখ্যাত কবি ও নাটককার। অনেকে ইঁহাকে বাঙ্গালার কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া জ্ঞান করেন।

বাবু প্যারীচরণ সরকার—ইনি আমাদিগের দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক ও সুরাপান নিবারণী সভার সৃষ্টিকর্ত্তা। ইঁহার সাধুচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হয় নাই।

বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী—ইনি অতি বিদ্বান্ ব্যক্তি ও বাঙ্গালা ভাষায় গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উত্তম উত্তম পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ।

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়—ইনি বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি অতি দক্ষতা ও সুখ্যাতির সহিত স্কুল ইন্সপেক্টরী কার্য্য করিতেছেন।

পরলোকগত দ্বারকানাথ মিত্র—ইনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। ইঁহার ন্যায় প্রখর বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি অতি বিরল। ইঁহার বিচারদক্ষতা দেখিয়া ইংরাজগণ চমৎকৃত হইতেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন—ইনি আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক। কেশববাবুর যে দোষ থাকুক না কেন, তিনি একজন ক্ষমতাপন্ন ও ধর্ম্মোৎসাহী ব্যক্তি, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তিনি বিলাতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক বাক্য অনুমোদন করা যাইতে পারে না। তথাপি একজন বাঙ্গালী আমাদিগের রাজপুরুষদিগের দেশে গিয়া তথায় ধর্ম্মবিষয়ে একটী সাধারণ আন্দোলন উদ্রিক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা আমাদের দেশের পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

পরলোকগত দীনবন্ধু মিত্র—ইনি বিখ্যাত নাটককার। ইনি বঙ্গভাষায় অনেক ভাল ভাল নাটক লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার—ইনি একজন অতি প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও স্বদেশে ইউরোপীয় বিজ্ঞান-জ্ঞান বিস্তারের নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট উপন্যাস সকল প্রণয়ন করিয়া অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি বঙ্গভাষায় একজন বিখ্যাত কবি।

বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—ইনি কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি। বাঙ্গালীদিগের কতদূর রাজনীতিজ্ঞতা ও সচীবকার্য্যে দক্ষতা হইতে পারে, তাহা রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

বাবু আনন্দমোহন বসু, র‍্যাঙ্গলার—ইনি কলেজে অধ্যয়ন পূর্ব্বক বিলাতে গমন করিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তথায় র‍্যাঙ্গলার উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কোন বাঙ্গালী অদ্যাবধি এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইনি ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টর পদ প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সময়াভাবে অন্যান্য ছাত্রগণের নাম করিতে অক্ষম হইলাম। হয়ত এমন হইতে পারে যে, আমি যাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিলাম, তাঁহাদিগের তুল্য বা তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

হিন্দু কলেজের আদর্শে হুগলী কলেজ, ঢাকা কলেজ প্রভৃতি বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজী শিক্ষার বিলক্ষণ বিস্তার হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা অতি শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল এখনও ফলে নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবে, যখন ইংরাজদিগের ন্যায় আমরা শারীরিক বল লাভ করিব, সাহসী হইব, অধ্যবসায়শীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইব এবং স্বাধীনতা প্রিয় হইব। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবে, যখন আমরা স্বাধীনরূপে কলেজ সকল সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইব, খৃষ্টান বিবিদিগের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীন স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিব, কবিতা ও উপন্যাস ইংরাজী অনুকরণে পরিপূর্ণ না করিয়া আমাদের নিজের প্রকৃতিগত ক্ষমতাকে স্ফূর্তি প্রদান করিব, স্বাধীন রূপে বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় গবেষণা ও আবিক্রিয়া করিতে সক্ষম হইব, স্বাধীনরূপে উপজীবিকা আহরণ করিব, অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইব, ইংরাজী রীতিনীতি অন্ধরূপে অনুকরণ না করিয়া জাতীয় প্রথা যতদূর রক্ষা করিতে পারি তাহা রক্ষা করিয়া নূতন সমাজ গঠন করিতে সমর্থ হইব এবং কেবল

গবর্ণমেণ্টের নিকট বালকবৎ রোদন না করিয়া আমাদিগের রাশ্ এরূপ ভারী করিয়া তুলিব যে, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না।

অদ্যকার সম্মিলন অতিশুভ ঘটনা। ইহার দ্বারা অন্য কোন উপকার যদি না হয় অন্ততঃ এই উপকার তো হইল যে, আযৌবন-পরিচিত সেই সকল পুরাতন মুখশ্রী অদ্য আমরা দেখিতে পাইলাম। সেই সকল মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া জীবনের সেই অতি সুখদ পরম মনোহর কাল স্মরণ হইতেছে, যখন আমরা এক বেঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া এক শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিতাম। ইহা অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। এই সম্মিলন প্রকাশ করিতেছে যে আমাদিগের চিত্ত কেবল সামান্য অর্থ চিন্তায় বদ্ধ নহে—তাহা কেবল সামান্য অন্নপানের জন্য ব্যস্ত নহে। ইহাতে প্রদর্শন করিতেছে যে আমাদিগের জ্ঞানের জন্য ক্ষুধা ও সৌহার্দ্দ রস পানের জন্য পিপাসা আছে। বৎসর বৎসর এই প্রকার সম্মিলন দ্বারা ভবিষ্যতে কি উপকার হইবে তাহা কে বলিতে পারে? এতগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইলে যে কোন সৎ প্রসঙ্গ ও সৎ প্রস্তাব উত্থিত হইবে না, ইহা অতি অসম্ভব। সেই সকল সৎ-প্রসঙ্গ ও সৎ-প্রস্তাব হইতে ভবিষ্যতে কি ফল ফলিবে তাহা কে জানে? অবশেষে সম্মিলনের প্রধান উদ্যোগকর্ত্তাদিগকে ও সকল সাধারণ অনুষ্ঠানে উৎসাহী যে রাজ-ভ্রাতৃদ্বয় এই শোভন উদ্যান বর্ত্তমান অনুষ্ঠান জন্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এবং ঈশ্বরের নিকট জ্ঞানাহার ও সৌহার্দ্দ-রসামৃত পানের* একটী প্রধান উপায় এই সম্মিলনের স্থায়ীত্ব জন্য প্রার্থনা করিয়া বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।**

---

* "Feast of reason and flow of soul."

** এই হিন্দু কলেজের পুরাবৃত্ত আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত ঐ কলেজের পুরাবৃত্তের পাণ্ডুলিপি এবং তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি এবং আমি যাহা নিজে জানি, তাহা অবলম্বন করিয়া সঙ্কলিত হইল। হরমোহন বাবুর পুরাবৃত্ত ডিরোজিওর সময় পর্য্যন্ত আসিয়াছে। হরমোহন বাবু কলেজের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারি যুগেরই ইতিহাস বিশেষরূপে জানেন। আমরা ভরসা করি, তিনি কলেজের সম্পূর্ণ পুরাবৃত্ত প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া সাধারণবর্গকে পরিতৃপ্ত করিবেন।

[আমি অতিশয় দুঃখের সহিত পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই বক্তৃতার দিবস হইতে এক বৎসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরমোহন বাবু তাঁহার বন্ধুদিগকে শোকাকুল করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।]

নাম-সূচি

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯
আনন্দমোহন বসু ৪৩
আশুতোষ দেব ২৮,
লর্ড আমহার্ষ্ট ২০, ২২
উইলসন হোরেস হেম্যান ২৭, ৩২
এডওয়ার্ড রায়েন ২৭
ওয়াইজ ২৭
কাউএল ৩৯
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ৩৯
কৃষ্ণমোহন বসু ১৭, ১৮
রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০, ৩৭, ৪০
ক্লিণ্ট্ ৩৯
ক্রফট্ ৩৯
কিশোরীচাঁদ মিত্র ৪২,
কৈলাসচন্দ্র বসু ২৮
কেশবচন্দ্র সেন ৪২
গোপীমোহন ঠাকুর ১৯, ২০
গোপীমোহন দেব ২০,
গোরাচাঁদ বসাক ২০
চন্দ্রশেখর দেব ৪০
জন পিটার গ্রাণ্ট ২৯, ৩০,
টাইটলার ২৯,
টনি সি, এইচ ৩৯
ডেন্‌সেলেম ২৯
ডেভিড্ হেয়ার ১৮, ১৯, ২১,
ডেভিড্ লেষ্টার রিচার্ডসন ৩৮, ৩৯
ডফ্ আলেকজাণ্ডার ২৯
লর্ড ডালহৌসী ২৮,
তেজচন্দ্র বাহাদুর, মহারাজ-ধীরাজ ১৯
তারাচাঁদ চক্রবর্তী ৪০
থিওডর ডিকেন্স ২৯, ৩০,
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৩৭, ৪১, ৪৩
দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৭, ২১,
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪১
দ্বারকানাথ মিত্র ৪২
দিগম্বর মিত্র ৪১
দীনবন্ধু মিত্র ৪১, ৪২,
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২,
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ৪২, ৪৩
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ৪২
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২১, ২৮,
প্রিন্সেস আরাটুন ১৭
প্যারীচাঁদ মিত্র ৪০, ৪১
প্যারীচরণ সরকার ৩৯, ৪২,
ফিরিঙ্গি কমল বসু ২০
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪২
বৃন্দাবন ঘোষাল ৩৭
লর্ড বেন্টিঙ্ক উইলিয়ম ২২
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ৪০
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ৪০
ব্রাহ্ম সমাজ ৪০
বীটন ড্রিঙ্ক ওয়াটার ৩৯
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯
বুষবি ১৮
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৪২
মহেন্দ্রলাল সরকার ৪২
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৪২

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ২০
মাসিক পত্রিকা ৪১
মে রেবরেণ্ড ১৭
রস ২৯
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ২১, ২৮
রামকমল সেন ২১
রসময় দত্ত ২১, ২৮
রাজা রাধাকান্ত দেব ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২৮
রাজা রামমোহন রায় ১৯, ২২, ২৬, ৪০, ৪১
রামগোপাল ঘোষ ৩৭, ৪০
রামতনু লাহিড়ী ৩৭, ৪১
রসিককৃষ্ণ মল্লিক ৩৭, ৪১
রমাপ্রসাদ রায় ৪১
ল্যাণ্ড হোল্ডারর্স সোসাইটি ৪০
শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ২০, ২১, ২৮
শরবোরণ ১৭
সংস্কৃত কলেজ ২০
সেকাল আর একাল ২৮
সুরা পান নিবারণী সভা ৪২
সদর্লণ্ড্ ২১, ২৭
স্পীড্ ৩৮
সট্‌ক্লিফ ৩৯
হাউড ইষ্ট ১৯
হরনাথ মল্লিক ২০
হিবর লর্ড বিশপ ২৬
হ্যালফোর্ড ৩৮
হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, ৩০, ৩২, ৩৭, ৩৮
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২
হরমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৪

হিন্দু ও প্রেসিডেন্সী কলেজ সম্পর্কীয় সংকেত সূচি

Rev. Alexander Duff and Hindoo College Managers—Jnanannesan, January 25, 1838

Captain Troyer—Jnanannesan, October 23, 1139

Hindoo College Students—Jnanannesan, March 27, 1934

হিন্দু কলেজের গভর্ণর—জ্ঞানান্বেষণ, ১৫ আগষ্ট, ১৮৩৫

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নাট্যাভিনয়—জ্ঞানান্বেষণ, ১ এপ্রিল, ১৮৩৭

হিন্দু ফ্রি স্কুল (হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দ্বারা স্থাপিত)—জ্ঞানান্বেষণ, ৮ এপ্রিল, ১৮৩৭

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—জ্ঞানান্বেষণ, ৮ জুলাই, ১৮৩৭

হিন্দু কলেজ ও বাংলা ভাষা শিক্ষা—জ্ঞানান্বেষণ, ২৭ অক্টোবর, ১৮৩৮

কাপ্তেন রিচার্ডসন—জ্ঞানান্বেষণ, ২৩ মার্চ, ১৮৩৯

হিন্দু কলেজের পাঠশালা বিভাগ—জ্ঞানান্বেষণ, ১৩ জুলাই, ১৮৩৯

হিন্দু কলেজের পাঠশালায় স্থানাভাব—জ্ঞানান্বেষণ, ৭ ডিসেম্বর, ১৮৩৯

D. L. Richardson—East India Magazine, Vol. XII, No. 69, August

Progress of the Hindoos in the English Language—Calcutta Couriar, October 27, 1833

হিন্দু কলেজের শিক্ষা প্রণালী—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭২ শক

কলিকাতা সারস্বত সম্মেলন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯

ডেবিড হেয়ার সাহেবের গুণবর্ণন—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়। বিবিধার্থ সংগ্রহ, ৩য় পর্ব, ১৩৭৫-৭৭ শক

Hindu College—Friend of India, January, 1820

Annual Reports of the Hindoo College, Pathshalla, Branch School, Sanskrit College, Calcutta Madrasa, Russapuglah

School for 1844-46 to 1853-54, Calcutta : Military Orphan Press 1847-1855. 9 Volumes

Annual Reports of the Hindu College for 1848-49, Calcutta Review, 13 : 25 No. 1856

The Hindu College : the first phase—Modern Review, Sept. 1955

The Hindu College : the second phase—Modern Review, Dec, 1955

The Hindu College, predecessor of the Presidency College : The story of its foundation—Modern Review, July, 1955

H. H. Wilson and the Hindu College, 1823-1862—Anita Coomar, Calcutta Historical Journal 6(1) July-December, 1881

The Beginings of English Education in India and the foundation of the Hindu College (1813-1855)—J N. Dasgupta, Presidency College Magazine 3(3) January, 1917

Music Classes in the Hindu College—G, N. Dhar, Presidency College Magazine, Sept., 1925

Before the Hindu College was founded and after—Presidency College Magazine, December, 1925

The Dawn : A masque in celebration of the 100th aniversary of the foundation of the Hindu College—H. R. James, Presidency College Magazine, January, 1917

Laying of the Foundation Stone of the New Hindu College on the 25th February, 1824—Presidency College Magazine, January, 1917

Tribute to the memory of Gopallal Roy : An address to the Senior students of the Hindu College—Serampur College—J. Kerr, Presidency College Magazine, January, 1915

The History of Hindu College—Fred J. Mouat, Presidency College Magazine, December, 1925.

The foundation of the Vidyalaya (Hindu College, Calcutta in 1816-17)—Iswar Sahai, Journal of the Indian History Vol. 17, 1938

Our Contemporarises—Presidency College Magazine, Vol. XXIV, No. 2, January,1938

Ourselves (College Notes)—Presidency College Magazine, Vol. XXII, September, 1935

The Hindu College—Journal of the Asiatic Society of Bengal (1955) (Summary in the year book of Asiatic Society, Vol. 21, 1955)

রামগোপাল ঘোষ—মন্মথনাথ ঘোষ। আর্যাবর্ত্ত, কার্তিক, ১৩২১

সেকালের শিক্ষা—মন্মথনাথ ঘোষ। আর্যাবর্ত্ত, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২১

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র—মন্মথনাথ ঘোষ। যমুনা, আষাঢ়, ১৩২৩

কাশীপ্রসাদ ঘোষ—মন্মথনাথ ঘোষ। যমুনা, কার্তিক, ১৩২৩

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব—মন্মথনাথ ঘোষ। যমুনা, বৈশাখ, ১৩২৪

ডেভিড হেয়ার—মন্মথনাথ ঘোষ। অঞ্জলি, ভাদ্র, ১৩২৮

প্রসন্নকুমার ঠাকুর—মন্মথনাথ ঘোষ। ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৫

জগদীশনাথ রায়—মন্মথনাথ ঘোষ। বিচিত্রা, আষাঢ়, ১৩৩৯

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মন্মথনাথ ঘোষ। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

শতবর্ষ পূর্বে কলেজীয় ছাত্রের পদ্য রচনা—মন্মথনাথ ঘোষ। পঞ্চপুষ্প, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭

গ্রান্টের রেখাচিত্রে সেকালের লোক—মন্মথনাথ ঘোষ। পঞ্চপুষ্প, বৈশাখ, ১৩৩৭

চন্দ্রনাথ বসু—মন্মথনাথ ঘোষ। ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৪৩

মহাত্মা জন, এলিয়ট্ ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন—মন্মথনাথ ঘোষ। মানসী ও মর্ম্মবাণী, কার্তিক, ১৩২৮

রামমোহন রায় (অপ্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবাসী, আশ্বিন, ১৪৪০

মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম জীবন—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৩য় সংখ্যা, ১৩৪৯

লর্ড মেকলে ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ—পূর্ণচন্দ্র দে, উত্তটসাগর। পঞ্চপুষ্প, কার্তিক, ১৩৩৬

শিক্ষা বিস্তারে বাঙ্গালী মনীষা (হিন্দু কলেজ)—যোগেশচন্দ্র বাগল॥ দেশ, ১৭ই কার্তিক, ১৩৪১

সে যুগে জনশিক্ষা (কলিকাতার কথা)—যোগেশচন্দ্র বাগল॥ দেশ, ১৪ ও ২১ কার্তিক, ১৩৪৩

প্রেসিডেন্সী কলেজ ও ভারতের স্বাধীনতা—অধ্যক্ষ যোগীশচন্দ্র সিংহ। প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকা, উনত্রিশ বর্ষ॥ জানুয়ারি, ১৯৪৮

ভারতের মুক্তিসাধনায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অবদান—সুধীন্দ্রনাথ গুপ্ত। ঐ জানুয়ারি, ১৯৪৮

The Presidency College Magazine : Centenary Commemoration Number, Vol. XXXVII, No. 1, June 1955

বঙ্কিমচন্দ্র—মন্মথনাথ ঘোষ। আনন্দ বাজার পত্রিকা ১১ আষাঢ়, ১৩৪৫

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কথা—যোগেশচন্দ্র বাগল। পুষ্পপাত্র, শ্রাবণ, ১৩৩৯

রাধানাথ শিকদার (ইংরাজিতে সংক্ষিপ্ত আত্মকথা'র বঙ্গানুবাদ)—আর্যদর্শন, কার্তিক, ১২৯১

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—রহস্য-সন্দর্ভ। ১ম পর্ব, ২য় খণ্ড

দ্বারকানাথ মিত্র—রহস্য-সন্দর্ভ। লেখকের নাম দেওয়া নেই। ১ম পর্ব, ৯ম খণ্ড

সে যুগের শিক্ষা সংস্কৃতির কথা—যোগেশচন্দ্র বাগল। প্রবাসী, মাঘ, ১৩৫৮

প্রেসিডেন্সী কলেজ (পূর্বকথা)—যোগেশচন্দ্র বাগল। আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

কলকাতার শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা—যোগেশচন্দ্র বাগল। দেশ। ১০ চৈত্র, ১৩৪০

প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্বসূরী হিন্দু কলেজের গোড়ার কথা—প্রবোধ বিশ্বাস। কথা-সাহিত্য, মাঘ, ১৩৯৬

ঐতিহাসিক কলকাতার ঐতিহাসিক অঞ্চল—অসিতকৃষ্ণ দে। দৈনিক বসুমতী, ১ জানুয়ারি, ১৯৮৯

কলকাতায় ইংরাজি শিক্ষার প্রথম যুগ—অশোককুমার রায়। আগামীকাল, জুন, ১৯৭৭

কলকাতার যুবসমাজ : সেকাল-একাল—অশোককুমার রায়, আগামীকাল, ডিসেম্বর, ১৯৮৬

কলকাতার জনশিক্ষার ব্যবস্থা—যোগেশচন্দ্র বাগল। প্রাচী, আগস্ট, ১৯৬০

On the Orlgin of the Hindu College : A review, 19th Century Studies (Ed. by Alok Roy) January, 1975

The Hindu College—N. K. Sinha, Bengal Past & Present, January-June, 1968

A Golden page from our chronical (English Part) Page-1 Hindu School Magazine, 1960

Ourselves (College Notes)—Presidency College Magazine, Vol. XXVII, September, 1960

History of Hindu College : The First phase : Journal of the Asiatic Society of Bengal 14(1), 1972

কলেজ ষ্ট্রীট : সেকাল—বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়। কলেজ ষ্ট্রীট, জুলাই-আগস্ট, ১৯৮২

Rules for the Hindu College, Cacutta : Military Orphan Press, 1847

Scholarship Examination of 1844-45 / 1846-47 (Questions & Replies : Hindu and Hooghly Colleges) Calcutta 1846-1848

Scholarship Examinations of 1845-46/1846-47 etc. Edited by—F. J. Mouart, Calcutta, 1847-48 (British Museum)

Scholarship Examinations of the Hindu, Hooghly, Dacca and Krishnagar Colleges for 1848-49, Ed. by F. J. Mouart, Calcutta, 1849

The Presidency College Register—Edited by Surendra Chendra Majumdar and Gokulnath Dhar, Calcutta, 1927

British India and its rulers—H. C. Cunningham, 1882

Life of Keshub Chandra Sen—Pratap Chandra Majumdar, 1887

Life of Dwarkanath Tagore—Kisshori Chand Mitra, 1870, Calcutta

Sketches of some distinguished Anglo-Indians—Lawrie 1850

Biographical sketch of David Hare—Parrychand Mitra, 1877

The Central Hindu College Magazine Vol. 9-18 (1909-1917)—Ed. by A. Besant, 1918, Calcutta

Hand Book to Bengal Missions (page 427-476) for Hindu College—by Rev. James Long

First Fruits of English Education (1817-1857) Calcutta—Bhagaban Prasad Majumdar, Book Land, 1973

The Father of Modern India : Rammohum Roy Death Centenary (1933) Commemoration Volume, 1933

Life and Letters of Raja Rammohum Roy—Miss Sophia Dobson Collet (Ed. by—Hemchandra Sircar) 1967

Henry Derozio the Eurasian Poet and Reformer—Elliot Walter Madge 1905

New Edition : Ed. by—Subir Roychoudhuri (1967) Metropolitan Book Agency, Calcutta

Biography of Russick Krishna Mullick—Sukhendulal Mitra, 1858

Raja Rammohan Roy the representative man—Amiyakumar Sen, Sadharan Brahmo Samaj, 1967

History of Moder Bengal (Part I & II)—Dr. R. C. Majumdar G. Bharadwaj & Co., Calcutta, 1978 & 1981

Indian Awaking and Bengal—Nemai Sadhan Basu, Firma K. L. Mukhopadhaya, 1960

আদর্শচরিত কৃষ্ণমোহন—দুর্গাদাস লাহিড়ী, ১৮৯২, কলকাতা

দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী—কালীপ্রসন্ন দত্ত, ১৮৯২

আচার্য কেশবচন্দ্র (জীবনী)—গৌরগোবিন্দ রায়, ১৮৯৯

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (জীবনী)—হরিপ্রভা তাকেদার, ১৮৮৮

বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষা : বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা (১৮৩৫-১৯০৬)—সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫

প্যারীচাঁদ মিত্র ও সমকালীন বাংলা—শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, আনন্দধারা, কলিকাতা, ১৯৮৫

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯০৪

সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা—হরিপদ ভৌমিক সঙ্কলিত (১ম খণ্ড), ১৯৮৭

রামগোপাল ঘোষ : জীবন ও সাধনা—বারিদবরণ ঘোষ, প্রজ্ঞা, কলিকাতা, ১৯৮৫

নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহধর্মিনীর আদর্শ জীবনালেখ্য—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, (প্রথম সংস্করণ : ১৯০৯)

শাশ্বত কলকাতা (৩য় পর্ব) : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লেখা—অলোক রায় / ছবি—রথীন মিত্র (১৯৮৯) "প্রতিক্ষণ" পাবলিকেশন, কলিকাতা

বঙ্গ-সাহিত্যে বিজ্ঞান (হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কলকাতায় বিজ্ঞানচর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস—ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ১৯৮৯

শিক্ষাপীঠ কলকাতা—অতুল সুর, জ্যোৎস্নালোক, কলিকাতা, ১৯৮৯

চন্দ্রনাথ বসু : জীবন ও সাহিত্য—করুণাময় মজুমদার জি. এ. ই, কলিকাতা, ১৯৮৪

সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) [হিন্দু কলেজ অংশ]—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলিকাতা, (১৯৩৩/১৯৩৪)

মানুষ গড়ার ইতিহাস (কলিকাতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের ইতিহাস)—তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৭৪

ক্রীড়াসম্রাট নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী—শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, ১৯৬৩

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় (কথায় ও চিত্রে)—হরিহর শেঠ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৫০

অমেয়াত্মা পুরুষ শিবচন্দ্র দেব—অশোককুমার রায় (মনোগ্রাফ), ১৯৮৫

মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল, ১৩৪৭

কলিকাতা শহরের ইতিবৃত্ত—বিনয় ঘোষ, বাক্‌সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৭৫

কলকাতা (চার্নক থেকে সি এম. ডি এ. পর্যন্ত—অতুল সুর, জেনারেল প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৯৮১

উনিশ শতকের নব্য হিন্দু আন্দোলনের কয়েকজন নায়ক—রাধারমণ মিত্র, জি, এ ই. পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৪

ডিরোজিও—যোগেশচন্দ্র বাগল, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭৬

সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু, ১৮৭৪

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু, ১৮৯৩

The Century in India (1800-1900)—H. E. A. Cotton (1901), Calcutta

মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র—মন্মথনাথ ঘোষ, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯২৪

বঙ্গদেশস্থ হিন্দু সমাজ ও প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার—ব্রজলাল চক্রবর্তী, (১৯০২)

বঙ্কিম জীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯১১

প্যারীচরণ সরকার (জীবনী) – নবকৃষ্ণ ঘোষ, সাহিত্য সেবক সমিতি, কলিকাতা, ১৯০২

মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯২০

কলিকাতা সেকালের ও একালের—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, ১৯১৫

কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র মন্মথনাথ ঘোষ, ১৯২৬

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—মন্মথনাথ ঘোষ ১৯১৭

বাংলার জনশিক্ষা (হিন্দু কলেজ পাঠশালা বা বাংলার পাঠশালা প্রবন্ধ)—যোগেশচন্দ্র বাগল, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৪৯

হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের নীতিশিক্ষা বিষয়ে মেং কেমেরিন সাহেবের অভিপ্রায়—বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ১ ডিসেম্বর, ১৮৪২ ॥ ১৩ সংখ্যা

হিন্দু কলেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালা এবং গৌড়ীয় ভাষার চর্চা—বেঙ্গল স্পেক্টেটর, —২৪ জুলাই, ১৮৪৩ ॥ ২য় খণ্ড ২৪ সংখ্যা

হিন্দু কলেজে বাঙ্গালা শিক্ষা—বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ১ আগষ্ট, ১৮৪৩

হিন্দু কলেজ—সম্বাদ ভাস্কর, ৯ ডিসেম্বর, ১৮৫৬

হিন্দু কলেজ ও হেয়ার স্কুল—সংবাদ প্রভাকর, ২০ পৌষ, ১২৫৭

হিন্দু কলেজে সর্বজাতির শিক্ষা—সংবাদ প্রভাকর, ৮ পৌষ, ১২৫৯

হিন্দু কলেজ—সংবাদ প্রভাকর ৭ শ্রাবণ, ১২৬০/১১ ভাদ্র, ১২৬০/১৬ আশ্বিন, ১২৬০ / ১৭ কার্তিক, ১২৬০ / ৯ অগ্রহায়ণ, ১২৬০

প্রেসিডেন্সী কলেজ—সংবাদ প্রভাকর, ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১২৬১ / ২৬ ভাদ্র, ১২৬১

প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুল—সংবাদ প্রভাকর, ৬ শ্রাবণ, ১২৬১

An Eurasian Poet—Toru Dutta, The Bengal Magazine Vol. III, No. 5, December, 1874

Recollection of my school days—An old Bengali boy, The Bengal Magazine, Vol. I & II, March, 1873 to July, 1875

Sketches of Bengali Life : Young Bengal—Hari's Uncle, The Bengal Magazine, Vol. I, April, 1873

Raja Radhakanta and his ancestors—Mookerjee's Magazine, February-June, 1861

The Early or Exclusively Oriental period of Government Education in Bengal—Alexander Duff, The Proceedings of the Bethune Society for the sessions of 1859-60, 1860-61

The Presidency College—Kissory Chand Mittra, The Bengal Magazine, Vol. 15, October, 1873

Macaulay's Educational Minutes—Henry Woodrow, The Proceedings of the Bethune Society for the sessions of 1859-60, 1860-61.

Lord Macaulay and high education in India—Surendranath Banerjee (Being an address delivered at the thirty-fifth Hare anniversary) Calcutta Canning Library, 1978

On the Progress of Education in Bengal—Kissory Chand Mittra, The Transactions of the Bengal Social Science Association, Vol. I, Part I, W. Newman and company, Calcutta (1867)

On the origin of the Hindu College—A. F. Salahuddin Ahmed, Nineteenth Century Studies No. 9 January, 1975

The Hindu College—Ramesh Chandra Majumdar, Journal of the Asiatic Society, Calcutta Vol. XXI, 1955

The Derozians and Journalism—Asoka Kumar Sen, Nineteenth Century Studias, No. 7, July, 1974

Young Bengal Vindicated—Kristo Doss Paul (A Discourse Read at the Hara Anniversary Meeting—Held on June, 1st, 1856

The Young Bengal and Translation Work—Mohini Mohan Mukhopadhyay, The Calcutta Review (Third series) Vol. II, No. 3, June, 1924

Henry Derozio : The Eurasion poet teacher and journalist—Thomas Edwards, Calcutta, 1884

Derozio and Young Bengal—S. C. Sarker, Jadavpur University, (1958)

The Role of David Hare in Colonial 'acculturation' during the Bengal 'Renaissance'—Barun De, Journal of the Asiatic Society, Calcutta (1972)

The Complexities of Young Bengal—Sumit Sarkar, Nineteenth Century Studies, No. 4, October, 1973

The Growth of education and political development in India, 1898-1920—Dr. Aparna Basu, Oxford University Press, Delhi, 1974

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ফল—যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

বাংলায় ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ শাসনের ইতিহাস—বিপিনচন্দ্র পাল, নারায়ণ, অগ্রহায়ণ-পৌষ এবং ফাল্গুন, ১৩৩৩

হিন্দু কলেজ—সমাচার দর্পণ, ২৯ জানুয়ারী, ১৮২৫/১৩ মে, ১৮২৬

হিন্দু কলেজ (সমাজের চোখে)—সমাচার চন্দ্রিকা ৬ নভেম্বর, ১৮৩০

রিচার্ডসন জীবন (কম্পেস গ্রন্থ থেকে ক্যাপটেন ডি. এল. রিচার্ডসনের জীবনী)-রোজারিও এণ্ড কোং কলিকাতা, ১৮৪০

Ranascent India (Nineteenth Century)-R. C. Majumdar, Calcutta, 1976

বাংলার বিদ্বৎসমাজ—বিনয় ঘোষ, প্রকাশভবন, কলিকাতা, ১৯৭৩

চন্দ্রশেখর দেব : হেয়ার চন্দ্রশেখর প্রসঙ্গ এবং রামমোহনের কাছে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের প্রথম প্রস্তাব-বিবরণ দ্রঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী। "গুণবন্ত চন্দ্রদেব রোগীর নিস্তার / জারমান বৈদ্যশাস্ত্র অনুবাদকার···" দ্রঃ সুরধুনী কাব্য, দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী। —অ. কু. রা

তারাচাঁদ চক্রবর্তী : হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'Society for the Acquisition of General Knowledge (অর্থাৎ জ্ঞানার্জন সভা)-এর প্রতিষ্ঠা থেকে সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরাজিতে সুবক্তা ও লেখক ছিলেন। —অ. কু. রা

হরমোহন চট্টোপাধ্যায়—হিন্দু কলেজের করণিকের পদে কাজ করলেও ডিরোজিওর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব লাভ করেন। পরে ডিরোজিয়ানদের সঙ্গে সমাজ সংস্কারের কাজে যুক্ত হন এবং ১৮৩৭ থেকে ১৮৪০ জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখা 'ডিরোজিও যুগের স্মৃতিকথা' সেকালের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। —অ. কু. রা

DENCY COLLEGE